মোর ঘুম ঘোরে...

অরিন্দম নাথ

ভূতনাথ বাবুর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। সপ্তাহ খানেক আগে একবার দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখন কী গান চলছে?’

তিনি হেসে উত্তর দিলেন : মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর...নম: নম: নম:....।

ভূতনাথ দেববর্মার সংগ্রামী জীবন। তিনি ছিলেন স্টেনোগ্রাফার। দু `তিন বছর হল অবসরে এসেছেন। শেষ অবধি তিনি গ্যাজেটেড পদ পেয়েছিলেন। পার্সোনাল সেক্রেটারি। দীর্ঘদিন পুলিশে চাকুরী করেছেন। অবসরও যান পুলিশ দপ্তর থেকে। তাঁর ছোটবেলার অনেক গল্প শুনেছি। জন্ম টাকারজলা থানাধীন সঙ্গটরাম গ্রামে। জুমিয়া পরিবারে। সঙ্গটরাম বর্তমানে জম্পুইজলা থানা এলাকায়। মানুষ হয়েছেন মিশনারি স্কুলে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত। ক্লাস ফোর অবধি পড়াশুনা করেছেন গুঙ্গরাই মিশন স্কুলে। তারপর অরুন্ধতীনগর সেন্ট পলস্ স্কুলে। হোস্টেলে থাকতেন। তখন ষাটের দশকের শেষ দিক। সেন্ট পলস্ স্কুল তখনও উচ্চমাধ্যমিক মানে উন্নীত হয়নি। ক্লাস এইট অবধি পড়ার পর ছাত্ররা বড়দোয়ালী কিংবা অরুন্ধতীনগর স্কুলে পড়ত। তিনি পড়েছেন বড়দোয়ালী স্কুলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের অধীনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। স্নাতক হন ইউ সি সি কলেজ শিলং থেকে।

অরুন্ধতীনগর এলাকায় তখনও পিচ-গলা রাস্তা হয়নি। ইট বিছানো পথ। স্থানে স্থানে কাঁকড় বিছানো। সেন্ট পলস্ স্কুলে তখন দুই বেলায় ক্লাস হত। সকালে প্রাইমারি এবং নার্সারি। দুপুরে সেকেন্ডারি। শনিবারে এক সাথে ক্লাস হত। সকালে। তারপর ছাত্রদের অফুরন্ত অবকাশ। দুপুরের খাবার খেয়ে হোস্টেলের ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ত শিকারে। গুলতি হাতে। তখনও বাংলাদেশ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান। দশ পনের জন ছাত্রের দল। সবাই জনজাতি সম্প্রদায়ের। পশ্চিম দিকে হাটতে হাটতে এক সময় সীমান্ত পরিয়ে যেত। কিছুক্ষণ বিদেশ ভ্রমণ করে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করত। হাওড়া নদী আসত। এবার হাওড়ার দক্ষিণ পার ধরে পূর্বদিকে হাঁটা। বটতলা হয়ে অরুন্ধতীনগর ফিরতে ফিরতে ছাত্রদের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হত। বনমোরগ , ঘুঘু, বক থেকে শুরু করে ডাহুক , বালিহাঁস। কখনও কুবোও দু`একটা থাকত। নিশানায় ছামনুর দু `জন রাংলং ছেলে ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। গুলতির টিপ ভূতনাথ বাবুরও খারাপ ছিল না।

স্নাতক হবার পর তিনি চাকুরীতে যোগ দেন। করণিকের চাকুরী। পোস্টিং হয় ধর্মনগরে। সরকারী দপ্তরে। করণিকের চাকুরী করতে টাইপ জানতে হয়। নতুবা ইনক্রিমেন্ট রিলিজ হয় না। ধর্মনগরেই টাইপ শেখেন। সেখানে ছিলেন দু `তিন বছর। তারপর বদলি হয়ে এলেন আগরতলায়। ততদিনে তিনি বিয়ে করেছেন। কুসুম কলই তেলিয়ামুড়ার মেয়ে। একটি কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের শিক্ষিকা। এবার ভূতনাথ বাবুর নেশা চাপল শর্ট -হ্যান্ড শিখবেন। পোস্ট -অফিস চৌমুহনী এলাকায় একটি ভালো শর্ট-হ্যান্ড স্কুল ছিল। সেই স্কুল থেকে পাশ করে কেউ বেকার থাকত না। জনৈক মিঃ ভট্টাচার্য ছিলেন স্কুলটির প্রধান। বয়স্ক লোক। তিনি ভূতনাথ বাবুর একটি ইন্টারভিউ নিলেন। স্ট্যাটসমেন পত্রিকার এডিটরিয়েল পড়ে শোনাতে বললেন। ভূতনাথ বাবু পরীক্ষায় পাশ করলেন।

ভট্টাচার্য মশাই বললেন, ‘এখন সবে একটি ব্যাচ শুরু হয়েছে। তিন মাস চলবে। তিন মাস পরে এস। ভর্তি করে নেব।’

কথামত তিনমাস পর মিঃ ভট্টাচার্যের সাথে দেখা করলেন। এবার ভট্টাচার্য বললেন, ‘এই ব্যাচটির শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি। এক মাস এক্সট্রা করাব। মাস খানেক পরে এস। ভর্তি করে নেব।’

মাস খানেক পর আবার গেলেন। মিঃ ভট্টাচার্য বললেন , ‘দেরি করে ফেলেছ। এই ব্যাচের সীট ফুল হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত। তোমায় কথা দিচ্ছি। নেক্সট ব্যাচে অবশ্যই নেব।’

মিশনারির স্কুলের শিক্ষা ভূতনাথ বাবুর কাজে এল। তিনি শান্ত রইলেন। তবে সেদিনই শর্ট-হ্যান্ড শেখার একটি বই কিনে নিলেন। মাস খানেক বইটি মন দিয়ে পড়লেন। শর্ট-হ্যান্ডের নোটেশন কিছু রপ্ত করলেন। তাঁর ঘরে একটি টেপ রেকর্ডার ছিল। তখন আশির দশকের প্রথম দিক। রেডিওতে তিনটের দিকে ইংরেজিতে একটি স্লো নিউজ চলত। কসুম বৌদি তখন ঘরেই থাকতেন। বৌদি নিউজ টেপ করে রাখতেন। অফিস থেকে ফিরে ভূতনাথ বাবু টেপ রেকর্ডার চালিয়ে শর্ট-হ্যান্ড নিতেন। পরদিন অফিসে গিয়ে অবসর সময়ে টাইপ করতেন। বিকেলে টেপ চালিয়ে মিলিয়ে দেখতেন। ততক্ষণে বৌদি সেদিনের নিউজ টেপ করে রেখেছেন। তাঁর অধ্যবসায় কাজে এল। বছর ঘুরতে তিনি লোকসেবা আয়োগের স্টেনোগ্রাফার পোস্টের পরীক্ষায় বসলেন। তখন তাঁর টাইপের স্পীড আশি ছাড়িয়ে গেছে। লোকসেবা আয়ো গের পরীক্ষায় তিনি সেবার দ্বিতীয় হয়েছিলেন। অবশ্য পরীক্ষায় বসার জন্য শর্ট -হ্যান্ড শেখার স্কুল থেকে

সার্টিফিকেট নিয়েছিলেন। তিনশ টাকার বিনিময়ে। করণিকের চাকুরী ছেড়ে স্টেনোগ্রাফি সেবায় যোগ দিলেন।

ভূতনাথ বাবুর একটি বিচিত্র নেশা ছিল। নজরুলের গান ভালোবাসতেন। মাঝে-মধ্যেই গুণগুণ করতেন। বেশ সুরেলা গলায়। একেকটি গান মাস দু`য়েক চলত। আবার অন্য গান। কখনো 'অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে'। কখনো 'পথহারা পাখি কেঁদে ফিরি একা...।' কিংবা 'আসে বসন্ত ফুলবনে'। শেষ দিকে কম্পিউটারেও অবসর সময়ে গান শুনতেন। সেই নজরুল গীতি। একই গান দীর্ঘদিন শুনতেন। 'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে'। 'এসো প্রিয় মন রাঙ্গায়ে'। 'এমনি বরষা ছিল সেদিন'। এমনি সব মন-মাতানো গান। ভূতনাথ বাবুর কাছে এই বিচিত্র নেশার কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তাঁর প্রথম পোস্টিং এর সময়ের কথা। অফিসের লাগোয়া একটি বাড়িতে গা নের চর্চা চলত। অধিকাংশ সময়ই নজরুল গীতি। সেই থেকেই নজরুলের গানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। এখন তাঁর গলায় চলছে 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর..'।